# আধুনিক যুগে নারী ক্ষমতায়ন : একটি কূটাভাস

**শ্রীতমা বোস**
SACT, দর্শন বিভাগ,
ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
E-mail: sreetamabose3010@gmail.com

**সারসংক্ষেপ :**

নারীর অবস্থান বহুচর্চিত ও বহুবিতর্কিত। নারীর সঙ্গে জড়িত বিবাহ, নারীত্ব, মাতৃত্ব, অর্থনৈতিক সাবলম্বিতা ইত্যাদি একইভাবে বহু বিতর্কিত। বিগত কয়েক যুগ ধরে ভারতীয় নারীর অবস্থান বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিকে তার পথ চলা খুব একটা মসৃণ ছিল না। তবুও শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, শাসন বিভাগে প্রশাসনিক বিভাগে, নাটকে, সাহিত্যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে, ফিল্মে, খেলাতে, সঙ্গীতসহ বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করেছেন। আজকের নারীর সাবলম্বিতা আসলে তার কঠোর সংগ্রামের অণুসমষ্টি। হ্যাঁ, কিছু মুষ্টিমেয় নারী আজ অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী ও সফল। পুরুষ ছাড়া নারীর জীবন সঙ্কটময় - এই বিশ দশকের বদ্ধমূল ধারণা থেকে বেরিয়ে কিছু নারী আজ মানসিকভাবে প্রস্তুত একা পথ চলার জন্য। যদিও তথ্য ও পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা এক অন্য চিত্র উপস্থাপন করে। এখনও সমকাজের সমবেতন থেকে মহিলারা বঞ্চিত, নারীহরণ এবং ক্রয় ও বিক্রয় হয়, দ্বিতীয় লিঙ্গ হওয়ায় নারী এখনো ধর্ষিতা, কন্যাভ্রুণ হত্যা, পণপ্রথা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয় আজও স্বমহিমায় বর্তমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সাবলম্বী হলে তাকে স্বাধীনতার সাথে এক করে দেখা হয়। ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ শতকে নারী উত্তরণ বা ক্ষমতায়ন নিয়ে যে মাতামাতি, তা প্রকৃত ক্ষমতায়ন কিনা, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য স্পষ্ট, সেখানে কিছু মুষ্টিমেয় সফল নারী কি পেরেছে তার দায় এড়াতে? মার্ক্স (1884)র ভবিষ্যতবাণী আজও অধরা, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় এখনো সমগ্র নারী জাতির প্রবেশ ঘটেনি, যা তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত। 'খুশীর নারী দিবস' কি পেরেছে নারীকে প্রকৃত অর্থে মুক্ত করতে? ক্ষমতাশীল ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় আধিপত্যকারী পুরুষতন্ত্র কি, অপেক্ষাকৃত দুর্বল নারীর ক্ষমতায়ন আদৌ ঘটাতে পারে? এই প্রবন্ধ, তারই তাত্ত্বিক ও পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধানের আলোকে ভারতীয় নারীর বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

**সূচক শব্দ :**

Matriarchy, Patriarchy, Woman Empowerment, Promiscuous, Capitalist-Patriarchy.

## আধুনিক যুগে নারী ক্ষমতায়ন : একটি কূটাভাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকময় যুগে নারী যখন তার অবস্থান (পুরুষের দাসী) নিয়ে সোচ্চার, তখন

মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস অন্য কথা বলে। পুরুষশাসিত বিশ্ব যে কখনো নারীর আধিপত্যে ছিল, এ ভাবনা আজ কল্পবিজ্ঞানের সমান। মানব সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক বিবর্তনের স্তরগুলিতে যেমন - বন্যাবস্থা, বর্বরযুগের নিম্ন ও মধ্য, এমনকি উচ্চস্তরের মধ্যে মাতৃতন্ত্রের (Matriarchy) পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের জন্য মানব সভ্যতা J. J. Bachofen (1861) এর কাছে চিরঋণী থাকবে, এমনকি আজকের নারীবাদীরাও (Feminist)। তখনকার যুগে স্ত্রীলোক যে শুধু স্বাধীনই ছিল তা নয়, পরন্তু তার অত্যন্ত সম্মানের আসন ছিল। প্রচলিত (Patriarchy) কেবল এক পতিপত্নী সম্পর্ক বা পরিবারকে (Monogamous Family) জানে, কিন্তু ঐ যুগের একজন স্বামীর বহুপত্নিত্ব বা একজন নারীর বহুস্বামীত্ব স্বীকৃত। বিবাহ তখন ছিল কেবল নামের। আবার তাদের সন্তান-সন্ততি সকলের সন্তান বলে পরিচিত। সে যুগে যৌন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল 'Promiscuous Sexual Intercourse' (1884:28) বা 'অবাধ নির্বিচার যৌন সম্পর্ক'। প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক (বিবাহ, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদি) সম্বন্ধ ও তাদের বিধি নিষেধের কোন আরোপ ছিল না। মাতৃত্ব এই সময় সাবলীল, নারীর ইচ্ছার পরিপূরক। জানা যায় (1884), নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে গর্ভবতী নারীর সঙ্গে পুরুষটি যূথ (Flock, Troop) অবস্থায় থাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। আর একমাত্র মাতাই জানে তার সন্তানের পিতা কে। একে যদি বিবাহ মনে করা হয়, তাহলে তা ভেবে নেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে (1868-1872) অযোধ্যার টিকুরদের মধ্যেও এই ধরনের যৌন সংসর্গের চিহ্ন পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিকতম গবেষক Westermarck (1891) এই আদি অবস্থাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি (1891:20) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার আলোচনা শুরু করেছেন যে, 'নির্বিচার যৌন সম্পর্ক' মানে 'ব্যক্তিগত অভিরুচির দমন', অতএব বেশ্যাবৃত্তিই (Promiscuity)[i] এর সবচেয়ে খাঁটি রূপ। বর্তমান আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌন কার্যকলাপ শুধুমাত্র একচেটিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে সঞ্চালিত হয়, তাই নির্বিচার যৌন সম্পর্কের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। Wastermarck এর বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে Engels (1884:21) বলেছেন, "...any understanding of primitive society impossible to people who only see it as a brothel". অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যতক্ষণ দেখা হচ্ছে ততক্ষণ আদি অবস্থা বোঝার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মর্গান (Morgan) (1877) হয়ত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, যৌনতা তখনই নির্বিচার হত, যদি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিধি নিষেধের মধ্যে থেকে কোনও নারী ও পুরুষ বহুপুরুষ বা বহুনারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হত। 'অবাধ' মানে এই নয় যে, তখনকার মানুষদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে বেপরোয়াভাবে যৌন সংসর্গ চলত। কিছু দিন ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে নিশ্চয় যৌন সম্পর্ক চলত। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় কোনও বিধি নিষেধ ছিল না, তাই এ সম্বন্ধকে বেশ্যাবৃত্তি বলা যায় না। সেই সময়ের নারীদের যৌন জীবনকে 'বেশ্যাবৃত্তি' বলাটা আধুনিক যুগের নারীদের লজ্জার হাত থেকে বাঁচানোর কোনো আধুনিক পন্থা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ফুকোর (1987,p:8) বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর মতে 'Prostitute' যাঁরা হন তাঁরাও নারী। কিন্তু তাঁরা Modernity বা আধুনিকতার বা System বা তন্ত্রের তৈরী করা 'নারী'র মতো নয়। এই কারণে কোনো মানসিক রোগীকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করি না। তিনি বলেছেন, "The brothel

and the mental hospital would be those places of tolerance...". এই Modernity তাকে এমনভাবে নির্মাণ করল যেন 'যৌনতা' শব্দটা আমরা প্রথম শুনছি, যা কখনো ছিল না। এই আধুনিকতাই যৌনতাকে পবিত্র করেছে, শোয়ার ঘরে ও বিবাহিত জীবনে। আবার এই আধুনিকতাই নারীকে পণ্যে (Commodity) (Marx, 1996) পরিণত করেছে। তাঁর মতে (1987, p:3) "Sexuality was carefully confined; it moved into the home". আবার বলেছেন, "...but it was a utilitarian and fertile one: the parent bed-room".

মর্গান (1877), এই আদিম যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতেই মানব বিবর্তনের ইতিহাসে পরিবার এবং নারী পুরুষের সামাজিক অবস্থানের নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বন্যাবস্থা, বর্বরতা এবং সভ্যতা এই তিনটি মূল যুগের মধ্যেই মানবজাতির উৎক্রমণ। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এমন কোনো স্তর নেই, যেখানে পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই আবিষ্কারের জন্য বর্তমান মানব সমাজ মর্গানের কাছে ঋণী। আদিম যুগে নারী পুরুষের যে যূথ (troop) লক্ষ্য করা যেত, তার সঙ্গে পরিবারের (family) ধারণার সুস্পষ্ট পার্থক্যের ইঙ্গিত এস্পিনাসের (Espinas) (1877) লেখাতে পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে যূথগুলিকে পরিবারের সমষ্টি বলে মনে হলেও, এরা পরস্পর বিরোধী এবং বিকাশের ধারাও সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ পরিবার ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক নিবিড়, যূথ-এর সঙ্গে নয়।

মর্গানের (1877) মতে যৌনতাকে ভিত্তি করে আদিম অবস্থার সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা দিল—

**এক রক্তসম্পর্কের পরিবার (Consanguine Family)-**

পরিবারের প্রথম স্তর, যার ভিত্তি একরক্তের সম্পর্ক। অর্থাৎ ঠাকুমা-ঠাকুরদা, স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততিরাও একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আবদ্ধ। পরিবারের এই স্তরে ভাই-বোনেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত ছিল। এই অবস্থায় নারী স্বাধীন, মাতৃত্ব অভিরুচি সম্মত। এই ধরনের পরিবার মূলত একজোড়া নারী পুরুষ ও তাদের বংশধরদের নিয়ে গঠিত। যাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন ধাপের বংশধররা সকলেই পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। গৃহস্থালির কাজকর্ম, খাদ্যসংগ্রহ, সন্তানপালন ইত্যাদি নারী-পুরুষ যৌথভাবে সম্পন্ন করত। আদিম সাম্যাবস্থা (Primitive Communism) লক্ষ্য করা যেত। এই স্তরে ভগিনী ছিল পত্নী এবং সেটাই ছিল রীতি। এই ধরনের প্রথা ইতিহাসে লোপ পেয়েছে।

**পুনালিয়া পরিবার (Punalian Family)-**

একরক্ত পরিবারের বিলোপ ছিল স্বাভাবিক। প্রথম কারণ ছিল মাতা পিতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির যৌন সম্পর্ক রহিত করা আর দ্বিতীয় কারণ ভাই বোনেদের যৌন সম্পর্ক রহিত করা। কাজটা যে খুব সহজ ছিল তা নয়, ধীরে ধীরে বিষয়টি সম্পন্ন হয় না, যা পরবর্তীকালে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। যদিও পুরানো প্রথার কিছু অবশিষ্ট ছিল। বিষয়টা এমন হল যে, মায়ের দিক থেকে ভাই-বোনদের মধ্যে অন্তর্প্রজনন যেমন নিষিদ্ধ হল তেমনি সমান্তরবর্তী অর্থাৎ Cousin-এর মধ্যেও যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হল। মর্গান (1877) এই পদক্ষেপকে

প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির ক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে মনে করেছেন। কারণ তা ঐ সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং মানুষের সক্রিয়তার জন্য উপযোগী ছিল। এর বিকাশ উপজাতিগুলির মধ্যে দ্রুতভাবে ঘটতে থাকল। এই অগ্রগতির ফল গোত্র (Group) সংগঠন থেকেই বোঝা যায়। বিশ্বের অধিকাংশ বর্বর জাতির সমাজ গঠনের ভিত্তি হল গোত্র। হাওয়াই প্রথা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে একদল নারীর একদল যৌথ স্বামী, যে সম্পর্ক থেকে বাদ দেওয়া হত তাদের সহোদর ও সমান্তরবর্তী ভাইদের, ঠিক একইভাবে বাদ দেওয়া হত স্বামীদের সহোদর ও সমান্তরবর্তী বোনেদের। পতি পত্নী একে অপরকে 'ঘনিষ্ঠ সাথী' বা পুনালিয়া বলে অভিহিত করত। এই সময়ে মাতৃধারাই কায়েম থাকল। কারণ এই ধরনের সমষ্টি সম্পর্কে সন্তানের পিতা নিশ্চিত না হলেও মাতা নিশ্চিত। এইটে একমাত্র সুনিশ্চিত। মায়ের মারফত বংশ নির্ণয় এবং তার থেকে কালক্রমে উত্তরাধিকার সম্পর্ক বজায় থাকল, এটাই মাতৃ অধিকার (Mothers' Right)। এঙ্গেলস (1884:20), তাদের মনোভাবের প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন, যারা নারীকে দাসীরূপে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন - "...that woman was the slave of man at the commencement of society is one of the most absurd notions that ... Woman occupied not only a free but, also a highly respected position among all savages and all barbarians of the lower and middle stages and partly even of the upper stage".

রক্তের সম্পর্কের এবং আত্মীয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হল ঠিকই পাশাপাশি যে প্রচ্ছন্ন পরিবার ব্যবস্থা শুরু হল তা -

**'জোড়বাঁধা পরিবার' বা 'Pairing Family'-**

এই ব্যবস্থাই ধীরে ধীরে আরো অগ্রগতির ফলে 'একগামিতা' বা 'Monogamous Family'র রূপ নিল। যদিও এখনও সন্তানের পিতা নিশ্চিত না থাকার দরুণ 'মাতৃ অধিকার' কায়েম থাকল। বিধিনিষেধগুলো যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তখন 'Promiscuous' অর্থাৎ নির্বিচার যৌন সম্পর্ক বিশেষত স্ত্রীর দিক থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পেতে থাকল। পাশাপাশি স্বামীর জন্য ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত হতে শুরু করল। মর্গান (1877), যদিও বিশ্বাস করেন যে, এ ধরনের পদক্ষেপ সমষ্টিগত বিবাহ (Consanguity) নিষিদ্ধ করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠে আসে যে, এ ধরনের বাধানিষেধ মহিলাদের প্রতি কেন? শুধু কি নারীদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য, এই পদক্ষেপ? যা ছিল অতীতে প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ নারী ও পুরুষ যে ব্যবস্থায় সমান সক্রিয় ছিল, যা ছিল তাদের ইচ্ছার অধীন সেই, প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করার মানব মনের লিপ্সার ইঙ্গিত মেলে। এখনও নারীরা অন্য গোত্র থেকে স্বামী সংগ্রহ করত। এ ধরনের সম্পর্ক যে-কোনো পক্ষ থেকেই সহজে ভেঙে ফেলা যায় এবং মাতৃ অধিকার অনুযায়ী সন্তান সন্ততি ও গৃহস্থালি তার। গৃহে এবং বাইরে এখনও আদিম সাম্যতন্ত্র বজায় থাকল। আসলে জোড়বাঁধা পরিবারের স্থায়িত্ব দুর্বল ছিল। এটি নারী আধিপত্যের "বাস্তব প্রতিচ্ছবি", যা বাখোনের (Bachofen) (1861) মহৎ আবিষ্কার। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা বর্বর যুগে নারীর অবস্থানকে অগ্রাহ্য করেছেন, তাদের প্রতি মর্গান (1877) ও এঙ্গেলস (1884) দাবী করেন, এদের না মানার যুক্তিগুলি অত্যন্ত দুর্বল। আরও স্পষ্টভাবে বোঝাতে Engels (1884; p:27) বলেছেন, একটা বিষয়ে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, গোত্রের (Group) গৃহস্থালির

কাজের দায়িত্বে নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনের কারণ আর সমাজে নারীর স্থান নির্ধারণের কারণ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান যুগে নারীদের সামাজিক অবস্থান, বর্বর যুগের নারীর সামাজিক মর্যাদার থেকে ঢের নীচে। তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিবশেই স্থান অর্জন করত। "...The lady of civilization, surrounded by false homage and estranged from all real work, has an infinitely lower social position that the hardworking woman of barbarism, who was regarded among her people as a real lady (lady, frowa, frace, mistress) and who was also a lady in character"।

বর্বরতার যুগের মূল বৈশিষ্ট্য পশুপালন ও প্রজনন (গৃহপালিত) এবং চাষবাস। পশুযূথ এবং প্রজননের ফলে ক্রমশ পশুপরিবার আরো বাড়তে থাকল। প্রথম অবস্থায় আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থা বজায় থাকলেও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেশি লোকের প্রয়োজন শুরু হয়। এই সময় দাসপ্রথারও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বর্বরতার নিম্নতর স্তরে স্থায়ী সম্পত্তি বলতে ছিল ঘরবাড়ি, খাদ্যসংগ্রহ, হাতিয়ার ইত্যাদি। আগে প্রত্যহ খাদ্যসংগ্রহ করতে হতো, এখন বাড়িতেই প্রাথমিক যত্নেই পশুযূথের বংশবৃদ্ধি এক অপ্রত্যাশিত রূপ নিল। আগেকার স্থায়ী সম্পদের সঙ্গে পশুযূথও হলো সম্পদ। আগে পশুশিকার ছিল প্রয়োজনের, আর এখন তা বিলাসিতা। এ এক নতুন সামাজিক অধ্যায়। মানুষ একসময় তার শ্রমশক্তি দিয়ে ভরণ পোষণের থেকে উদ্বৃত্ত তেমন কিছুই উৎপন্ন করত না। কিন্তু উদ্বৃত্ত পশুযূথের মালিকানা কার? যদিও গোড়ার দিকে গোত্রের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পশুর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রেরণা ধীরে ধীরে দাবির আকার নিল। আদিম সাম্যতন্ত্রে খাদ্যশস্য ও তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ভার, হাতিয়ারের মালিকানা সবটাই পুরুষদের ছিল। শুধু তাই নয়, ক্রীতদাস, পশু, হাতিয়ার ও বিভিন্ন কাজে তাদের মালিকানাও পুরুষরা বেশ অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের অধিকারে আনতে থাকল। বিবাহবিচ্ছেদের পর মাতৃধারা অনুযায়ী গৃহস্থালি ও সন্তানসন্ততি যেত মায়ের কাছে, আর পুরুষরা নিত তাদের সম্পদ। এই নতুন উপাদান আনল মাতৃধারা সমাজব্যবস্থায় আঘাত। যেটা দেখা গেল সেটা হল সন্তানসন্ততির প্রামাণ্য পিতা থাকা সত্ত্বেও মাতৃধারা বর্তমান থাকায় পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেত না। এই বোধই মাতৃঅধিকারে চরম আঘাত আনল। আবার চাষবাসের ক্রমাগত উন্নতিতে সম্পদ (ব্যক্তিগত মালিকার পরিমাণ) আরো বাড়তে থাকল। এই ব্যক্তিগত মালিকানা যুক্ত হলো উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে। কিছু প্রামাণ্য পিতা থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তির অধিকার পাওয়াটা আর প্রচলিত মাতৃতন্ত্রে সম্ভবপর ছিল না। অগত্যা পরিবর্তন আনা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ল। এই পরিবর্তন গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো জীবিত সদস্যকে ক্ষতি না করেই, বেশ স্বচ্ছন্দে এলো। এই পর্যন্ত সমাজে যত বড়ো বড়ো বিপ্লব, তার মধ্যে অন্যতম। আগে যা ছিল তাই থাকল কেবল বলা হল বা ডিক্রি জারি হলো - পুরুষদের বংশধরেরা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকবে। আর নারী সদস্যদের ছেলেমেয়েরা আর মায়ের অধিকারে না থেকে কেবল পিতার গোষ্ঠীভূত হবে। খুব সহজে মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) প্রতিষ্ঠিত হল। Marx (1884; p:30) এই প্রসঙ্গে বলেছেন - নামের পরিবর্তন করে বস্তুর পরিবর্তন করা, এটা মানুষের সহজাত বিচার। যখন স্বার্থের ইচ্ছা প্রবল ওঠে তখন ঐতিহ্য রক্ষা করার নামেই ঐ ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করার ছিদ্র অন্বেষণ করে। কিন্তু এটা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিল না। পিতৃ সম্পত্তির অধিকার পেতে হল মাতাকেও সেই পুরুষের অধীন হতে হবে। Engels বলেছেন (1884; p:66), ''জননীবিধির উচ্ছেদ সাধনে

নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে"। খুব স্বাভাবিকভাবে পুরুষও গৃহে সমান কর্তৃত্ব স্থাপন করল, যে কর্তৃত্ব কিছুদিন আগে কেবল নারীরই ছিল। এর থেকেই যাত্রা শুরু করল একবিবাহমূলক পরিবার (Monogamous Family)। এই পরিবর্তন কোনোভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের জন্য নয় বা কোনো পবিত্র উচ্চতর বৈবাহিক সম্পর্ক হিসাবেও না। বরং যা দেখা গেল তা, কেবল পুরুষদের কর্তৃত্বের আধিপত্য নারীর প্রতি ও সন্তানসন্ততি পিতৃত্বের নিশ্চয়তার জন্য স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের অধীন করার সিদ্ধান্ত। যার প্রথম ফল হলো পিতৃপ্রধান সাংসারিক গোষ্ঠী (Patriarchalische Hausgenossenschaft), এই প্রমাণের জন্য মাক্সিম কভালেভস্কির (1890) কাছে ঋণী। শিল্পায়নের আগে পর্যন্ত নারী-পুরুষ একই সঙ্গে চাষের কাজে যুক্ত থাকত। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের (French Revolution) পর শিল্পায়নের প্রভূত উন্নতি নারীকে একেবারের জন্য পদানত দাসীতে (Servant) এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করল। তখন ইতিমধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিস্তর পরিবর্তন এসে গেছে। পুরো উৎপাদন ব্যবস্থাটাই দাঁড়িয়ে গেল ব্যক্তিগত মালিকানার উপর। Engels (1884:80) মতে, "The wife became the first domestic servant"। সন্তান উৎপাদন ও লালন পালনে নারী পুরষের যে শ্রমবিভাগ তা হল আধুনিক যুগের প্রথম শ্রেণী বিভাগ (1884)। Familia, রোমকদের মধ্যে গোলামদেরই বোঝাত। এই শব্দটি আবিষ্কার করে সামাজিক সংগঠনকে বোঝানোর জন্য। যার অর্থ পরিবারের প্রধানের অধীনে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও গোলাম। Famulus মানে একজন ঘরোয়া দাস এবং Familia মানে একটি ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস। মার্ক্স (1884:60) এর মতে, আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রুণ অবস্থায় শুধু দাসত্ব নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে। পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্রে যত বিরোধ দেখা গিয়েছে তার সবটাই ছোটো আকারে এর মধ্যে আছে। অতীতে গৃহস্থালি ও কর্মক্ষেত্র একসঙ্গে থাকায়, দুটো ক্ষেত্ররই সামাজিক মর্যাদা ছিল সমান। ফরাসী বিপ্লবের পরে গৃহ ও কর্মক্ষেত্রের দূরত্বের ব্যবধান বেশি হতে থাকায় গৃহস্থালির কাজকর্মের সামাজিক বৈশিষ্ট্য চলে গেল। এটা আর সমাজের প্রয়োজনীয় বৃত্তি নয়, বরং ব্যক্তিগত সেবা (Private Service), যার দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত হল নারীর ওপর। আর নারীই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি (First household servant)। পুরো ব্যক্তিগত মালিকানাই পুরুষের আধিপত্যে। আধুনিক বৃহৎ শিল্প যতই নারীদের অর্থ উপার্জনের দরজা খুলে দিক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষই ভরণপোষণের কর্তা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মত গৃহেও স্বামী-স্ত্রী (শ্রেণী)র মধ্যে স্বামী হল বুর্জোয়া (Capitalist) এবং স্ত্রী হল প্রলেতারিয়েত (Proleteriate) (1884:80)। একবিবাহ প্রথা কেবল নারীদের জন্য, পুরুষদের জন্য নয়। 'হেটায়ারিজম' (Hetaerism) অর্থাৎ বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক, যা কখনো নারী-পুরুষের জন্য সামাজিক প্রথা ছিল, আজ তা কেবল পুরুষের অধিকারে থাকল। তিন হাজার বছর ধরে নৈতিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সন্তানের যে পিতৃত্ব চলত, তাকেই সমাধান দিল, এঙ্গেলস মতে (1884:75) Code Nepolean, Art-312, *"L'enfant confupendant le marriage a pour pere le mari,"*। অর্থাৎ বিবাহের স্থিতিকালের মধ্যে স্ত্রী গর্ভবতী হলে স্বামীই হলো সে সন্তানের পিতা। এই প্রসঙ্গে Letourneau (1888), র বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। উনি বলছেন স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে অবাধ যৌন সঙ্গম, দলগত যৌন সম্পর্ক, বহুগামিতা, একগামিতা - এইরকম নানা ধরনের যৌন জীবনধারা দেখা যাবে। শুধু নারীর একইকালে অনেক পুরুষের প্রতি বহুগামিতার অবস্থা নেই। এই রকম যৌন সম্পর্ক

কেবল মানবজাতির পক্ষেই সম্ভব। অতীতের সমস্ত কিছু যা মূলত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, বিবাহের ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের পরিধিটা ক্রমশ সঙ্কুচিত বা সঙ্কীর্ণ করে আনার মধ্যেই নিহিত আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পরিবারের বিবর্তন। পুরুষশাসিত পরিবার ব্যবস্থার সময় থেকে লিখিত ইতিহাস যুগে আধুনিক মানবজাতির প্রবেশ।

ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থান ধনতান্ত্রিক পুরুষতন্ত্র (capitalist patriarchy), যার পুরোটাই ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজ ব্যবস্থায়, পুরুষের সঙ্গে তথা পুরষতন্ত্রের সঙ্গে আইনের চোখে, বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিবারে, রাষ্ট্রে, সমাজে সমান অধিকারের লড়াই তো প্রমাণ করেই দিয়ে এসেছে পুরুষের সঙ্গে নারীর সামাজিক ব্যবধান কতটা। ধনতন্ত্রে নারী কেবল 'শ্রমিক' আর পুরুষতন্ত্রে নারী কেবল 'আদর্শ মা', যিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে থাকবেন। তাহলে কর্মরতা মায়েরা পুরুষতন্ত্রের চোখে কি? মা তো অবশ্যই, কিন্তু 'আদর্শ মা' নয়। Sutherland (2010:546), 'The Ideal Mother' বলতে বোঝেন 'She is her child's best caretaker'. এই ভাবেই নারীকে ক্রমাগত পরিবার, পেশাদারী চিকিৎসা, বিভিন্ন সংস্থা, সমাজ তথা রাষ্ট্র সতর্ক করতে থাকে যে কেবল মাতৃত্বেই তার পূর্ণতা এবং তা করতে পারলে, তাকে অভিবাদন জানানো হয় 'আদর্শ মা' পদবীতে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী সবসময় 'নজরদারির' (surveillances) মধ্যে থাকে, যাকে ফুকো বলছেন (1977:195) "The gaze is alert everywhere"। যদি কোনো মহিলা সেটা করতে না পারে, তাহলে তাকে 'অস্বাভাবিক' বলে মনে করি। যে মাতৃত্ব অতীতে নারীর স্বাধীন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ছিল, সেই কিনা পুরুষতন্ত্রে হলো আরোপিত। মাতৃত্ব প্রসঙ্গে Gold (2013)-এর বক্তব্য, "Forced motherhood is a kind of slavery, because motherhood and autonomy can never coexist" (para-8)। আধুনিকতা বা পুরুষতন্ত্র তার বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে জ্ঞানের রূপ দেয়, যা প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানগুলির (বিবাহ, মাতৃত্ব ইত্যাদি) কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে। UNICEF র সমীক্ষা বলছে কমপক্ষে 7.9% 15-19 বছরের মেয়েরা গর্ভবতী হয়। এখন গর্ভাবস্থায় ও প্রসবে প্রায় 35000 (2017) মায়েদের মৃত্যু হয়েছে। এই সমস্ত কিছুর যাঁতাকলের মধ্যে পড়ে অধিকাংশ মহিলা আজও কর্মক্ষেত্রের বাইরে। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনাতে জানা যায়, একজন বিবাহিতা মহিলা কেবল শাঁখাপলা খুলতে হবে বলে সে টেট পরীক্ষাই দিল না (হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা, ১২ই ডিসেম্বর, ২০২২ রাত্রি ৮.৫৮)। কেননা হিন্দু ঘরে বিবাহিত মহিলার শাঁখাপলা খোলা নিষিদ্ধ। পুরুষতন্ত্রের তৈরী করা নারীর প্রতিভূ এরা, কেননা পিতৃতন্ত্র নারীর চিন্তার আকারকে এমনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে, আর এটাই তো 'Modern Discourse' (1977)। নিয়মের কঠোরতা এমনই যে নারী তার সাবলম্বিতাকেও অস্বীকার করে। তাই নারীর গার্হস্থ্য জীবন তার ছোট ছোট বিষয় নিয়ে প্রতিদিনের আত্মত্যাগ। একথা মানতেই হবে পরিবার ব্যবস্থা টিঁকে আছে নারীর স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের উপর। আর এখানেই পুরুষতন্ত্রের জিত, আর যে কিনা বিজিতা, জয়ের মুকুট পরায় সেই পুরুষেরই মাথায়। Indian Wage Report-র সমীক্ষা বলছে, 15 বছরের উর্ধ্বে মাত্র 31.4 শতাংশ মহিলারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত আর পুরুষ 73.5 শতাংশ, ব্যবধান স্পষ্ট। গ্রামে একজন মহিলার দিন-মজুরী 201 টাকা আর পুরুষের 324 টাকা। শহরে মহিলার 365 টাকা আর পুরুষের 470 টাকা। সুতরাং, নারী কর্মক্ষেত্রে 'বুর্জোয়ার' দ্বারা, আর গৃহে 'পুরুষতন্ত্রের' দ্বারা শোষিত।

প্রত্যেক বছর মার্চ মাসের 8 তারিখে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক বাজার (World Capitalist Market) ব্যবস্থা নারী ক্ষমতায়নের কল্পনার আবহে মাতিয়ে রাখে বিভিন্ন প্রসাধন, পোষাক, চকোলেট, ভ্রমণ, গহনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছাড় প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই পুরুষতন্ত্রে নারী-ক্ষমতায়ন (Woman Empowerment)! বিষয়টা ফুকো (1978, p:8)র ভাষায় 'Sterile Paradox'। 'তন্ত্র' পুরুষ অথচ নারী অত্যাচারিত নয়, সে স্বাধীন; বিষয়টাকে আলাদা করে দেখাই সম্ভব নয়। সেই ক্ষমতাসম্পন্ন নারীই কেবল 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' (Second Sex) (2011) হওয়ায় ধর্ষিতা হয়। তাহলে কিসের নারী-ক্ষমতায়ন? NCRBর সমীক্ষা বলছে, 6-18 বছরের কন্যাদের ধর্ষণের সংখ্যা 2989 (প্রতি 1 লাখ জনসংখ্যায়) আর 18 থেকে 60 বছরের উর্ধ্বে (77) মহিলাদের ধর্ষণের সংখ্যা 27277 (প্রতি 1 লাখ জনসংখ্যায়)। নারী-ক্ষমতায়নের ছদ্মবেশে থাকা নারীর সামাজিক অবস্থানকে সামনে না নিয়ে আসার পিতৃতন্ত্রের নতুন কোনও প্রয়াস কিনা ভেবে দেখার অবকাশ থেকে যায়।

পরিবার অবস্থার গোড়ার দিকে নারী যখন দুর্লভ ছিল না, তখন পুরুষ বহু সংখ্যক নারীকেই পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে জোড়-বাঁধা পরিবারের সময়কালে নারীর যখন প্রাদুর্ভাব দেখা দিল তখন পুরুষকে 'নারী হরণ' করে, না হলে 'নারী ক্রয়' করে বিবাহ করতে হত এবং সেটা খুবই সম্মানের ছিল, সেই সমাজ ব্যবস্থায় (1886)। তখনকার সমাজ ব্যবস্থার এটাই রীতি ছিল। কারণ নারীকে তখনও অবধি পণ্যে (Commodity) (1996) পরিণত করা হয় নি। সেই নারীই ব্যক্তিগত মালিকানাতে যখন পণ্যে পরিণত হল, তখন সে স্বয়ং ও তার সামাজিক মর্যাদা পুরোটাই পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন হল। এখন নারীর হরণ, ক্রয় ও বিক্রয় হয় অন্যান্য বাজারের বস্তুর মত। NCRB 2021 র সমীক্ষা বলছে, প্রতি এক লাখে 71040 জন মহিলার অপহরণ হয়েছে। আবার বিবাহের জন্য 27762 (যার মধ্যে 18 বছরের উর্ধ্বে 15434 জন এবং নীচে 12328 জন) জনের অপহরণ হয়েছে। 15 জন (প্রতি 1 লাখ জন সংখ্যা) অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করা হয় আর 2 জন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে কেনা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, হরিয়ানাতে আজও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য (কেরালা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি) থেকে প্রায় 9000, বিবাহের জন্য মহিলা কিনে আনা হয় (Jha. P, Kesler, MA, Kumar R, Ram F, Ram U, Aleksandrowicz L, et al.Lancet.2011; 377:1921-8)।

ভারতবর্ষে শিশু জন্মের যে হার, ধরে নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে শিশুকন্যা ও শিশুপুত্রর জন্মের হার তুলনামূলক কাছাকাছি। কিন্তু রাজ্যর লিঙ্গের হার ও নারী নির্যাতনের হারের (Sex Ratio & Crime Against Women) (Census 2011 & NCRB 2021) সমীক্ষা দেখলে বোঝা যায়, আজও কন্যাসন্তান অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হল কন্যাভ্রুণ হত্যা। শুধু কন্যাভ্রুণ হত্যা নয়, পরিবারে যে কন্যাসন্তান জীবিত তাদের প্রতি চরম লিঙ্গ বৈষম্যের প্রহারও চলে। UNICEF এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে 5 বছরের নীচে শিশুকন্যা মৃত্যুর হার বিশ্বের শিশুকন্যা মৃত্যুর হারের তুলনায় 11% বেশি। শিশুপুত্রের মৃত্যুর হারের থেকেও বেশি। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগ তার উপর পিতৃতন্ত্র, এ সমস্ত কিছুই কারণ। পরিবারে একের অধিক কন্যা সন্তান থাকলে তাদের ভাগ্য এটাই। যে কারণে প্রতি 1000 জন পুরুষের মধ্যে মহিলালিঙ্গের হার এত কম। কন্যাশিশু জন্মাচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘায়ু হবার পরিস্থিতি তাদের জন্য অনুকূল নয়।

ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থাই সেটা করতে দেয় না। যেমন- 42% কিশোরী মেয়ে যাদের বয়স 15-19 বছর, প্রত্যেকেই অপুষ্টিতে ভোগে (BMI<18.5 kg?m2)। প্রায় 54% কিশোরীরা রক্তাল্পতায় ভোগে। 2011 জনসুমারিতে কিছু রাজ্যের লিঙ্গের হার লক্ষণীয়। প্রতি হাজার জনের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা হরিয়ানা (879), পাঞ্জাব (895), জম্মু-কাশ্মীর (889) রাজ্যগুলির সবচেয়ে কম। নারী যে কতটা অবাঞ্ছিত, সেটা বোধহয় তাদের নামগুলো থেকে বুঝে নিতে পারি। সদ্য প্রকাশিত রাজস্থানের কন্যাভ্রুণ হত্যার ঘটনা (http://indiaspend.com/gendercheck) নারীকে আবার তার অবস্থানের কথা স্মরণ করায়। ঘটনাটি সামনে আসে 32 বছর বয়সী সুমন দেবী নামে এক মহিলার মাধ্যমে, যিনিও এর শিকার। সাহস করে প্রশাসনকে জানায়। জানা যায় পরিবারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় কন্যা সন্তানের নাম দেওয়া হয়, বোঝা (Bojha), অযাচিত (Anachhi), নোংরা (Kachri), নিরাশা (Nirasha), এরা প্রত্যেকেই অযাচিত ও অবাঞ্ছিত। কন্যাসন্তানই যেখানে বোঝা, একাধিক কন্যাসন্তানের তো প্রশ্নই আসে না। 23 বছর বয়সি কাছরির কথায়, দ্বিতীয়বার সে গর্ভবতী হলে তার স্বামী (25,000 rs) ও তার শ্বশুর (30,000 rs) দিয়ে ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ করায়। এ ক্ষেত্রে দামের দরাদরিও হয়। তাঁর কথায় এ ধরনের বিষয় খুবই স্বাভাবিক। পুত্রের আকাঙ্খা পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি। এই নিয়ন্ত্রণই কন্যাভ্রুণ হত্যা করায়। হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে, লিঙ্গ নির্ধারণের আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আজও কন্যাভ্রুণ হত্যা সদর্পে চলতে থাকে। তাছাড়া কন্যার বিবাহে কন্যাকে নিয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক মূল্য অর্থাৎ পণপ্রথাকে নিজেদের অধিকার বলে বহুযুগ ধরে সম্মানের সাথে চলে আসছে আমাদের দেশে। পণহত্যায় এই রাজ্যগুলির নারী হিংসার সমীক্ষা নারী অবস্থানকে আরো স্বচ্ছ করে। NCRB, 2021র সমীক্ষায় আসাম (168.3), দিল্লি (147.6), ওড়িষ্যা (138.8), হরিয়ানা (119.7), তেলেঙ্গানা (111.2), রাজস্থান (105.4) রাজ্যগুলিতে নারী নির্যাতনের হার বেশি। নারী নির্যাতনের আখ্যান সম্পূর্ণ হয় না গার্হস্থ্য হিংসা ও পণহত্যা ছাড়া। স্বামী নির্যাতনে যে রাজ্যগুলি এগিয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গ (20052), উত্তরপ্রদেশ (18383), রাজস্থান (16973), মহারাষ্ট্র (10101) ইত্যাদি আর পণহত্যায় উত্তরপ্রদেশ (2235), বিহার (1000), পশ্চিমবঙ্গ (471) ইত্যাদি [ibid, 2021 (per one lakh population)]। সমগ্র দেশের যা অপরাধের হার, তার মধ্যে 63.3% শুধু নারীদের উপর। যে সমাজ ব্যবস্থায় মাতৃগর্ভে কন্যা সন্তানের ভাগ্য নির্ধারণ হয়, সেখানে একজন মা-ই চায় না তার কন্যাসন্তান হোক। জন্মের পর থেকে যে বা যারা কেবলমাত্র লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার, একবিংশ শতকের প্রযুক্তিগত সাফল্যের মধ্যেও তারা সমাজে নির্যাতিতা কেবল 'নারী' বলে। পুরো সমাজ ব্যবস্থাটাই যখন পুরুষতন্ত্রের 'Power of discourse' (1977)-এ চলে, সেই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মা ঠাকুমা দিদিমার স্বপ্নে দেখা নারী উন্নয়নের থেকে বেশি এগোতে পেরেছে কিনা সে নিয়ে তর্কের অবকাশ থেকে যায়।

(NCAER) এর ভারতীয় মানব উন্নয়ন সমীক্ষা (IHDS-2), যা সর্ববৃহৎ বাড়িভিত্তিক সমীক্ষা। 2011-2012 এই সমীক্ষার তথ্য দেখাচ্ছে আজও তাদের জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিকে কত নিয়ন্ত্রণ। ভারতে এখনো 18 বছরের নীচে মেয়েদের বিবাহের হার 48%। বিবাহে স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব 41% মেয়ে বা মহিলাদের মধ্যে নেই। Arranged marriage-এ কেবলমাত্র 18% মহিলারা বিয়ের আগে নিজের স্বামীকে জানতে পারে। 5% মহিলা নিজের পছন্দমতো বিবাহ করতে পারে। মহিলাদের মতামতের গুরুত্ব তখনই আসে,

যখন তারা শিক্ষাক্ষেত্রে যোগদান করতে পারে বা স্ব-নির্ভর হতে পারে। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে যাদের অধিকাংশ এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে যোগদানই করতে পারল না, সেই সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের কিসের স্বাধীন মতামত? দেশে বেশিরভাগ মহিলারাই গৃহে রন্ধন কাজের সাথে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেশে আজ ঘরে ঘরে LPG গ্যাস আছে। তবুও 47% মহিলারা এবং তাদের কন্যা সন্তানরা জ্বালানি সংগ্রহ করে। শুধু তাই নয় বাড়িতে কি রান্না হবে তার মতামতও স্বামীর হয়। 58% মহিলারা জানিয়েছেন স্থানীয় kirana বা মুদিখানাতে যেতে হলে সম্মতি নিতে হয়। আশ্চর্যকর তথ্য যেটা জানা যায়, 81% মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার আগে স্বামী বা পরিবারের বড়ো কোনো মহিলার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হয়। নারী আজও কি ক্ষুদ্র কীটের মতো অলক্ষিতে ধীরে ধীরে পচন ধরতে ধরতে, ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে যেতে, পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! নারী তো কোনো প্রজাতি নয়।

একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নারীর স্থান অন্যের (পুরুষের) চাহিদা পূরণের মধ্যে। সেই চাহিদা পূরণ কখনো প্রত্যক্ষভাবে জীবনধারণের উপায় হিসাবে হয় আবার বস্তু হিসাবেও হয়। পণ্য (Commodity) মানুষের চাহিদা পূরণ করে, যেভাবে করে নারীও। তাই এঙ্গেলস (1884:80) বলেছেন, শ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপাদন আর নারীর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। মার্ক্সের কাছে পণ্য (Commodity) হল (1996:45)-

"A commodity is in first place, an object outside of us, a thing that by its properties satisfies human wants of some sort or another. The nature of such wants, whether, for instance, they spring from the stomach or from fancy, makes no difference. Neither are we here concerned to know how the object satisfies these wants, whether directly as means of subsistence, or indirectly as means of products".

নারীসুলভ যৌনতা ও নারীশরীর (পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত) একত্রে চলচ্চিত্রে, বিজ্ঞাপনে, ইন্টারনেটে, টেলিফোন পরিষেবাতে, খেলাতে ইত্যাদিসহ নাইট ক্লাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। নারী যেখানে পণ্য, আর যাই হোক মানুষ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই তাদের স্বাস্থ্য, শরীরের বিশুদ্ধতা এবং ভালো থাকা কোনোভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হয় না। বিশ্ব বাজার ব্যবস্থা, মার্কেটিং মিডিয়া, মডেলিং মিডিয়া এদের কাজই হচ্ছে নারীর মাধ্যমে ভোক্তাকে (পুরুষ) পরিতৃপ্ত করা। পণ্যের যেমন কোনো স্বকীয়তা নেই, মূল্য নির্ধারিত হয় বাজার চাহিদার উপর। নারীরও কোনো স্বাধীনতা নেই। তাই তো রিয়েলিটি শো গুলিতে শার্ট-টাই-কোর্ট পরা পুরুষের পাশে স্বল্পবাস পরিহিত মহিলাদের দেখা যায়। ভারতীয় নারী বহু বছর ধরে ভারত সুন্দরী, বিশ্ব সুন্দরী এবং ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরীও হয়েছে, পুরুষের তৈরী করা সুন্দরের মাপকাঠিতে। যখন ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি আসেনি তখনও ছেলেরা কালো মেয়ে বিয়ে করবে বলে লাফালাফি করেনি, আর যখন এসেছে, তখনও কালো মেয়েদের বাবার কপালে চিন্তার ভাঁজ আগে যা ছিল, তাই থাকল। কেননা নারীর সৌন্দর্যর নির্ণায়ক পুরুষতন্ত্র। বাজারে পাশাপাশি ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম এসেছে পুরুষদের জন্য, এটা বাজার কৌশল। কেননা সমাজে পুরুষের রঙের কোনো বিচার হয় না। পুরুষদের ক্রিকেটকে আরো আকর্ষিত করার জন্য মহিলা cheer-leaders ব্যবহার করা হয়, কিন্তু মহিলাদের খেলাতে পুরুষ cheer-leaders দেখা যায় না। বাজার অর্থনীতির বিপণনের কেন্দ্র হচ্ছে নারী। মডেলিং-এ যখন নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্বাস পরে র‍্যাম্পে

হাঁটে তখন দর্শক হিসাবে নারী-পুরুষ উভয়ই থাকে। পুরুষ নারীকে দেখে আকর্ষণের সন্তুষ্টি প্রদানের বস্তু হিসাবে। আর নারী, ঐ স্বল্পবাস পরিহিত নারীকে দেখে অধঃপতনের নমুনা হিসাবে। এরা দুজনেই দেখে পুরুষতন্ত্রের চশমা পড়ে। নারী পুরুষের দ্বারা অত্যাচারিত, এটা পুরুষতন্ত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু নারী যখন নারীর অত্যাচারকে সমর্থন করে তখন অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়। পুরুষতন্ত্রের Power of Discourse এখানেই যে, নারীকেই নারীর শত্রু করেছে। 52% মহিলারা এটা বিশ্বাস করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর তাঁর স্ত্রীকে মারা যুক্তিযুক্ত (http:/unicef.org/india/keydata)। যাঁরা বিশ্বাস করছেন, তাদের কেউ এই 52% এর মধ্যে থাকতে পারে আবার নাও পারে; কিন্তু নারী যেহেতু দুর্বল, তাই দুর্বলের কাছ থেকেই সহমত আদায় করে নিচ্ছে দুর্বলের উপর অত্যাচার করার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং গৃহে এটাই 'Capitalist-Patriarchal Ploy' অর্থাৎ 'ধনতান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক চক্রান্ত'।

ধনতান্ত্রিক-পুরুষতন্ত্রের চাপে নারী, বিশেষতঃ স্ব-নির্ভর বিবাহিত মায়েরা সব থেকে বেশি ভূমিকা দ্বন্দ্বে (Role Conflict) ভোগে। কোথাও যার পরিণতি স্বরূপ বিবাহে অনীহা, একাকী মাতৃত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ-এর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেকেই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত না হয়ে hooking up relation, live-together, friends with benefit এ ধরনের সম্পর্কের প্রতি বেশি ঝোঁক বাড়াচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে উঠে আসা তথ্য থেকে জানা যায়, (http:/www.adjuvalegal.com) 20-35 বছরের মহিলাদের 56.2% মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার প্রবণতা বেশ, পুরুষদের মধ্যে 43.8% বিবাহ বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছে। সমীক্ষা বলছে, দিল্লী, মুম্বাই এবং বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিতে 30% বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে। পাশাপাশি কোলকাতাতেও তিনগুণ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের হার 8.2%। ফুকো-র (1977) মতে, আধুনিকতা (Modernity) বা পুরষতন্ত্র আমাদের চিন্তার আকারকে (Form of thinking) এমনভাবে নির্মাণ করে যে, আমরা এটা জানি না যে, ব্যক্তিকে দায়ী করা মানে প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা। বিবাহ, পরিবার এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিশ্বাস আছে, অথচ ব্যক্তিকে দায়ী করাটা প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আস্থা না থাকাকেই বোঝায়। পুরুষতন্ত্র এই 'Power of Discourse' নিয়েই চলে। ক্ষমতা ব্যক্তির মানবিক দিককে নয়, কেবল ব্যক্তিকে পরিচালিত করে আর যখন ক্ষমতা নির্মাণ হয় তখনই নজরদারি (Surveillance) শুরু হয়। এই নজরদারি, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে; জেরেমি বেন্থাম (1791, 1995; Semple 1994) তারই তীব্র সমালোচনা করেছেন। ফুকো (1977:200) এই আধুনিক বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে 'Panoptic Machine' বা 'নজরদারি যন্ত্র' বলেছেন। এই যন্ত্রের কর্তৃত্বে নারী সবসময় নজরদারির মধ্যে থাকে।

কিন্তু বিবাহে অনীহা, বিবাহ বিচ্ছেদ, একাকী মাতৃত্ব, সারোগেট মাদার, লিভ-ইন সম্পর্ক, IVF ইত্যাদি কি নারী ক্ষমতায়নকে সত্যি বোঝায় বা এগুলো কি নারীর বর্তমান অবস্থার সমাধান; নাকি এসব কিছু কোনো পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত কি পরিবার বিবর্তনের পঞ্চম রূপের, যার ভবিষ্যতবাণী মর্গান (1877:499) করেছিলেন।

বিগত কয়েকটি দশক ধরেই নারী-ক্ষমতায়ন নিয়ে গোটা বিশ্ব উত্তাল। 'ক্ষমতা' ধনতান্ত্রিক-পুরুষতন্ত্রের কুক্ষিগত, যার প্রকাশ তার 'কর্তৃত্বে'। প্রতিষ্ঠানগুলি যার সাক্ষী। ধনতান্ত্রিক-পুরুষতন্ত্র, তার জ্ঞানকে ক্ষমতার

দ্বারা শাসিতের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, আচরণ, স্বকীয়তা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্ব করে নিয়মের দ্বারা। শাসক তার ক্ষমতার দ্বারা কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, যেভাবে নারীকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকাকালীন কাউকে ক্ষমতায়ন করা যায় না। সমাজ ব্যবস্থার গোড়ার দিক থেকে বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক স্তরের যে উৎক্রমণ তা Material Condition বা বেঁচে থাকার বাস্তব উপাদান শর্তের মধ্য দিয়ে হয়েছে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ বিবর্তন সম্ভব নয় সমাজের। মাতৃতন্ত্রে নারীর অবস্থান আর আধুনিক যুগে নারীর অবস্থানের পার্থক্য এখানেই যে, তখন পুরুষকে তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয় নি, যা এখন নারীকে করতে হচ্ছে। তাই মাতৃতন্ত্রে থাকাকালীন অবস্থায় নারী তো বটেই, পুরুষেরও আপন সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিবশেই স্থান নির্ধারিত হতো। পুরুষতন্ত্রের তৈরী করা 'ক্ষমতা' বা 'Power' হলো কূটাভাস বা 'Paradox'। কারণ পুরুষতন্ত্রে নারী অত্যাচারিত নয়, এ দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখা সম্ভবই নয়, তাই মুক্তি বা ক্ষমতায়নের প্রশ্নই আসে না। সমগ্র নারী জাতির উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত না হওয়া অবধি এবং এর জন্য আবার দরকার সমাজের একক হিসাবে পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ। তাই কেবল মুষ্টিমেয় নারীর সফলতা নিয়ে সমগ্র নারী জাতির উত্তরণ বা ক্ষমতায়নের বিচার প্রশ্নাতীত নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নারী মুক্তির প্রথম শর্ত, এর সাথেই শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমগ্র নারী জাতির প্রবেশ দরকার। তা না হলে লিঙ্গ বৈষম্যহীন মুক্ত সমাজ পরিবেশ সম্ভব নয়। তাহলে নারী ক্ষমতায়নের নামে এই যে আবহ, এ কিসের ইঙ্গিত? শাসক তার প্রকৃতিবশতঃ শাসিতের উপর অত্যাচার বা কর্তৃত্বের পথ খুঁজে নেয়। তবে এ কোনো পরিবর্তনের (Material Condition) ইঙ্গিত! নাকি ক্ষমতায়নের আড়ালে পুরুষতন্ত্রের এ নতুন কোনো আঙ্গিক। ভবিষ্যতের জন্য এই প্রশ্ন রাখা থাকল।

## প্রান্তটীকা

i) 'Prostitution' বা বেশ্যাবৃত্তি হল- 'is the business or practice of engaging in sexual relations in exchange for payment or some other benefit.' [www.britannica.com] অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে দেহের ব্যবসা। যদিও দেহ ব্যবসাকে পেশা হিসাবে নারী পুরুষ উভয়ই গ্রহণ করতে পারে, তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই বৃত্তিতে নারীদের প্রাধান্যই বেশী থাকে। পতিতাবৃত্তিকে একটি প্রপঞ্চ হিসাবে দেখা যেতে পারে, যা নারীর পণ্যসামগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রদান করে। পতিতাবৃত্তি মূলত পতিতালয় ভিত্তিক। এখানে নারীর কোনো স্ব-স্বাধীনতা থাকে না।

ii) মর্গান (1877; p-464)-এর লেখা থেকে জানা যায়, গোত্রের মধ্যে বা বাইরে সর্বত্র নারী ক্ষমতার বিষয়ে প্রয়োজন পড়লে সর্দারের মাথা থেকে শিং ভেঙে সাধারণ মানুষের সারিতে নামিয়ে আনতে তারা ইতস্ততঃ বোধ করত না। যদি কোনো স্বামী বা প্রেমিক গৃহস্থালির কাজে যদি অলসতা বা অকর্মণ্যতার সঙ্গে করত, তাহলে স্বামী যতগুলি সন্তান-সন্ততির পিতাই হোক না কেন বা সম্পত্তির অধিকারীই হোক না কেন, সবকিছু রেখে সে গোত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হতো। তা না হলে এমন পরিস্থিতি তৈরী করে দেওয়া হতো যে সে অন্য গোত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করতে বাধ্য হত।

## গ্রন্থপঞ্জী

Espinas. A. 1877. *Des Societies Animals. Etude de Psychologie Comparee.* Paris.

Bentham, J. 1791. *Penopticon; or, the inspection house.* Whitefish: Kessinger Publising.

-1907. *An introduction to the principles of morals and legislation.* Oxford: Clarendon Press.

-1995. *The panopticon* writings. Edited by M. Bozovic. London: Verso.

Bachofen, J. J. 1861. *Das Mutterrecht,* Stuttgart.

Beauvoir, Simone de, Constance Borde, Sheila Malo Vamy-Chevailer, and Judith Thurman. *The Second sex.* New York, Vintage.

Census of India, 2011. Available at: http://censusindia.gov.in>data.census.Accessed on 10th March, 2023

Ebgels, F. 1884. *The origin of the family, private property and state.* Chicago: Charles,H kerr & Co.

2004. *The origin of the family, provate property and state.* Chippendale: resistance Books.

Foucault, M. 1977. *Discipline and punish: The birth of the prison.* New York: Pantheon Books.

-1978. *The history of sexuality volume 1: An introduction,* New York: Pantheon Books. India Wage Report. Available at : www.ilo.org. Accessed on 2nd March, 2023

Kovalevsky.M. 1890. *Tableau des origins etde I'evolution de la famille et de la propriete.* Stockholm.

Letourmeau, Ch. 1888. L'Evolution du Mariage et de la Famille, Paris.

Marx, Karl and Engles, Fredrick..1996. *Collected works: Capital, Vol-I.* New York: International Publisher, p-45.

Morgan, L. H. 1877. *Ancient Society.* Chicago: Charles H. Kerr Company.

NCRB (National Crime Record Bureau), 2021. Available at: http://ncrb.gov.in.Accessed on 18th March, 2023.

NCAER (The National Council of Applied Economic Research), Available at: http://inds.umd.edu>data>ihds-2,Accessed on 28th March, 2023.

Semple, J. 1994. *Bentham's prison: A study of the panopticon penitentiary.* Oxford: Claredon Press.

Sutherland, J. A.2010. 'Idealization of motherhood' in Andrea O' Reilly (ed.) Encyclopedia of motherhood. New Delhi: Sage Publications: 545-547. Available at http://dx.doi.org/10.4135/9781412979276.n274.Accessed on 25.02.2023.

The unwanted Daughter of Rajasthan: Sex Determination And Female Foeticide. Available at: http://indiaspend.com/gendercheck.28th March, 2023.

UNICEF (United Nations Children's Fund) Available at: http://unicef.org/india/key-data.Accessed on 2nd March, 2023.

Watson, J.F and Kaye, J.W. 1868-1872. The people of India. Vol- I-VI. London.

Westermarch, E. A, 1891. The History of Human Marriage. London.